

## নতুন চার প্রজাতির ধান উদ্ভাবন

হাফিজা-১, জালালিয়া, তানহা ও ডুম নামে নতুন চার প্রজাতির ধান উদ্ভাবন করেছেন বিশিষ্ট জিনবিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরী। দীর্ঘ পাঁচ বছরের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সম্প্রতি দেশীয় নতুন এই চার প্রজাতির ধানের উদ্ভাবন করেন তিনি। তার উদ্ভাবিত এই ধান আউস, আমন ও বোরো মৌসুমে উৎপাদন করা সম্ভব। আমন মৌসুমে উদ্ভাবিত এই ৪ জাতের ধান আবাদে কৃষকদের বাড়তি কোনো সেচ দিতে হবে না বলে জানান ড. আবেদ। এর আগে তিনি দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় 'কাসালত' ধানের উদ্ভাবন করেছেন।

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা আবেদ চৌধুরী অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করলেও তিনি বিগত ১২ বছর যাবৎ বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া দেশীয় প্রজাতির ধান নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি জানান, চলতি বছর বাড়ির পাশের জমিতে তিনি তার নতুন উদ্ভাবিত ধানের চাষ করেছেন। ২১ জুন হাফিজা ধানের বীজতলা তৈরি করে ৩০ দিন পর চারা উত্তোলন করে মূল প্রদর্শনী মাঠে রোপণ করা হয়েছে। রোপণের পর এক কিয়ার (৩০ শতক) জমিতে একবার মাত্র ১৫ কেজি পরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা হয়। কীট আক্রমণ প্রতিরোধে হালকাভাবে একবার কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ধান ২ মাস ২২ দিন পর কাটা শুরু হয়। এ জাতের ধান গাছ উচ্চতায় ৮০ সে.মি.। এক কিয়ারে উৎপাদন হয়েছে ১২ মন।

তিনি জানান, জালালিয়া ধানের বীজতলা তৈরি করা হয় ২৬ জুন। ২৬ দিন পর বীজতলা থেকে চারা উত্তোলন করে ৩১ জুলাই প্রদর্শনী মাঠে রোপণ করা হয়েছে। এ ধান ক্ষেতেও একবার এক কিয়ার পরিমাণের জমিতে ১৫ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা হয়। কীট দমনেও হালকা কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। দুই মাস ২০ দিন পর ধান কাটা শুরু হয়। জালালিয়া ধান গাছের উচ্চতা ৭৫ সে.মি.। এক কিয়ার পরিমাণ জমিতে উৎপাদন হয়েছে ১৪ মন। তানহা ধানের বীজতলাও শুরু করা হয় ২৬ জুন। হালকা কীটনাশক ও একবার এক কিয়ারের হিসাবে ১৫ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা হয়। এ জাতের ধানে পাখির আক্রমণ বেশি হয় বলে এক কিয়ার পরিমাণ জমিতে ১০ মন ধান পাওয়া যায়। এ ধান গাছের উচ্চতা ১ মি. ১০ সে.মি.। তিনি জানান, জালালিয়া ও তানহার মতো ডুম ধানের বীজতলা শুরু হয় ২৬ জুন। ২৬ দিন পর ৩১ জুলাই মূল মাঠে ডুম জাতের ধানের চারা রোপণ করা হয়। এখানেও হাফিজা ১, তানহা ও জালালিয়া ধানের মতো একবার কীটনাশক প্রয়োগ ও একবার কিয়ার প্রতি ১৫ কেজি পরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা হয়। এ ধান গাছের উচ্চতা ১ মিটার। এ জাতের ধানেও পাখির আক্রমণ থাকে বলে কিয়ার প্রতি ফসল পাওয়া যায় ১১ মন করে। ডুম ধানটি আকারে অনেকটা বাসমতি ধানের মতো।

জিনবিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরী বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, কীভাবে দেশীয় ধান সংরক্ষণ করা যায়, বিলুপ্তপ্রায় ধান খুঁজে বের করা ও দেশীয় ধান থেকে কোনো প্রকার হাইব্রিড প্রদ্ধতিতে না গিয়ে ব্রিডিং করে নতুন ধান উদ্ভাবন করা যায় তা-ই চেষ্টা করছিলাম। তিনি বলেন, নতুন উদ্ভাবিত হাফিজা-১, জালালিয়া, তানহা ও ডুম নামে চার ধরনের ধানের উদ্ভাবন করে ফলনে সফলতা পেয়েছেন। আর বাংলাদেশে অগ্রহায়ণে নতুন ফসল ঘরে তুলে নবান্ন করা হয়। আর অগ্রহায়ণের আগে দেশে বেশির ভাগ কৃষকের ঘরে তেমন খাদ্য থাকে না। তার উদ্ভাবিত ধান আগে ঘরে উঠবে এবং খাদ্যসংকট কাটাতে সাহায্য করবে। আর আশ্বিনে নবান্ন করতে পারবে কৃষকরা। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ সফরউদ্দিন বলেন, তিনি নতুন চার জাতের ধান উদ্ভাবনের খবর জেনেছেন। এটি দেশের জন্য একটি সুখবর। তবে গাজীপুরে আবেদন করে জাতীয় বীজ বোর্ড থেকে এই উদ্ভাবিত নতুন ধানের জাত অবমুক্তকরণ করাতে হবে। তখন দেশের বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে এর চাষ করা হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, নতুন এই চার জাতের ধান কৃষক, সমাজ ও দেশের ধান উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সূত্রঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন